খসড়া, জুন ২০১৯

কাজের ক্ষেত্রে আমাদের একটি সম্মানজনক অবস্থান প্রয়োজন
আমরা সকলের অংশগ্রহণ এবং সম্পূরক ভূমিকায় বিশ্বাস করি

প্রত্যাশার সনদ

বাংলাদেশের স্থানীয় সিএসও/এনজিওর প্রত্যাশার এই সনদটি তৈরি করা হয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং উন্নয়ন ও মানবিক খাতের প্রয়োজন বিবেচনা করে। সনদটির প্রধান প্রধান অনুপ্রেরণার উৎস উন্নয়ন কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা, গ্র্যান্ড বারগেন (জিবি) প্রতিশ্রুতি, চার্টার ফর চেঞ্জ এবং জাতিসংঘের কাজের নতুন পথ (New Way of Working-NWoW) । গত দুই বছর ধরে দেশব্যাপী পরিচালিত উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তার স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারাভিযানের ফলস্বরূপ উদ্ভূত এই সনদ। উক্ত প্রচারাভিযানের বিস্তারিত জানা যাবে এই ওয়েবসাইটে: www.bd-cso-ngo.net. প্রত্যাশার এই সনদটির মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্র এবং বাজার/বেসরকারি খাতের পর তৃতীয় একটি খাত হিসেবে বাংলাদেশে সার্বভৌম, দায়বদ্ধ এবং স্থায়িত্বশীল এনজিও/সিএসও খাতের বিকাশ করা। আমাদের একার পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। কাউকে আঘাত না করে এবং কাউকে খাটো না করে, উন্নয়নের সকল অংশীজনদের সমান অংশগ্রহণ এবং একে অপরের জন্য সম্পূরকের ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রয়োজন। আর এটাই আমাদের এই প্রত্যাশাগুলির মূল ভিত্তি।

ক. সাধারণ প্রত্যাশা: যে ক্ষেত্রে বা যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

১. শুধু কথামালায় পরিণত হতে না দিয়ে গ্রান্ড বারগেইন (২০১৬), চার্টার ফর চেঞ্জ (২০১৫) এবং জাতিসংঘের কার্যক্রমের নবধারা (NWoW) বাস্তবায়ন করা। এসব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন উন্নয়ন এবং মানবিক ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ফলাফল এবং স্থায়িত্বশীলতা আনতে পারে।
২. খরচের ক্ষেত্রে 'প্রয়োজন' এবং 'বিলাসিতা' চিহ্নিত করে ফেলতে হবে, যাতে আমরা সবাই সেবার মানের সাথে আপোষ না করেই এর জন্য খরচ কমানোর চেষ্টা করতে পারি এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্থায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখতে পারি, যাতে তহবিলের প্রধান অংশই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে।
৩. স্থানীয় এনজিওগুলির অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রকল্প প্রস্তাবনা ও প্রতিবেদন তৈরিসহ সকল ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করা।
৪. কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া জনগণের মূল্যায়ন বা নজরদারির সুযোগ করে দিতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতিসংঘ সংস্থাসহ উন্নয়ন ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলির জন্য আচরণবিধি, অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা, তথ্য প্রকাশ নীতিমালা এবং হুইশেল ব্লোয়িং পলিসি থাকা উচিৎ।
৫. আইএনজিওগুলির সাথে প্রতিযোগিতা ছাড়াই জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন ও মানবিক তহবিলে স্থানীয় এনজিও/সিএসওদের অগ্রাধিকারভিত্তিক আবেদনের সুযোগ থাকতে হবে।

খ. সরকারের কাছে প্রত্যাশা

নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার হলো জাতির অভিভাবক, অন্যদিকে নাগরিকের দায়িত্ব হলো একটি অধিকার ভিত্তিক এবং অংশগ্রহনমূলক সমাজ বিকাশ করা। এভাবে সরকার ও নাগরিকগণ উন্নয়নের জন্য একে অপরের পরিপূরক। উন্নয়ন কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা এবং জিপিইডিসি অনুসারে (জিপিইডিসি-গ্লোবাল পার্টনারশিপ অন ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস, বাংলাদেশ এই উন্নয়ন ফোরামের কো-চেয়ার), উন্নয়নের সমান অংশীদার হিসেবে সুশীল সমাজ বা সিএসও/এনজিওকে স্বীকৃতি দেয় সরকার। তাই, সরকারের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা নিম্নরূপ:

১. সিএসও/এনজিওদের উন্নয়নমূলক কাজকে সরকারি কাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং সিএসও/ এনজিওর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সিএসও/এনজিও কর্মচারীদের সরকারি কল্যাণ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা।
২. সরকার এবং সিএসও / এনজিও উভয়েই দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ করে তুলেছে। কার্যকারিতা এবং সুফল নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা, তথ্য প্রকাশ নীতিমালা এবং তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদানের নীতিমালা থাকতে হবে।
3. ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার নিশ্চিত করা ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কর্মরত অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সহায়ক নীতি পরিবেশ নিশ্চিত করে আসছে, এই নীতি সহায়তা সুদৃঢ় নাগরিক সমাজ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই, এ বিষয়ে কোনো নতুন আইন বা নীতি প্রণয়ন আগের মতোই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে এটাই প্রত্যাশিত। আমাদের প্রত্যাশা সিএসও / এনজিওর জন্য নিবন্ধন ও যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সহজতর হবে।

গ. উন্নয়ন অংশীদার / দাতাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা

জ্ঞান ও নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশে সিএসও/এনজিও বিকাশে ঐতিহাসিকভাবেই উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থাসমূহ। তাদের প্রচেষ্টা ছিলো স্থানীয় জনগণকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিকাশে যাতে বাংলাদেশের সিএসও/এনজিও অবদান রাখতে পারে তার জন্য তাদের সক্ষম করে তোলা। আমরা মনে করি, স্থানীয় সংস্থাগুলি প্রত্যাশিত সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে তাদের আরও বেশি সুযোগ প্রয়োজন। সুতরাং, দাতা সংস্থাসমূহের কাছে আমাদের প্রত্যাশা নিম্নরূপ:

১. স্থানীয় সিএসও / এনজিওগুলিকে আরও স্বাধীন ও নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে তাদের অধিকতর প্রত্যক্ষ অর্থায়ন প্রয়োজন এবং এতে প্রকল্প বাস্তবায়ন আরও ফলাফল ভিত্তিক হবে।
২. একটি সার্বভৌম, স্থায়িত্বশীল এবং দায়বদ্ধ স্থানীয় সংগঠন বিকাশের স্বার্থে সক্ষমতার উন্নয়নের (Capacity Development) বদলে সক্ষমতা সমন্বয়ের (Capacity Convergence) প্রতি অধিকতর গুরত্বারোপ করতে পারে, যেখানে মৌলিক দায়বদ্ধতার সাথে আপোষ করা হবে না। গ্রান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতি, জাতিসংঘের কার্যক্রমের নবধারা, এবং সামগ্রিক সমাজ পদ্ধতির (whole of society) আলোকে স্থানীয়করণকে গুরুত্ব দিতে হবে।
৩. উন্নয়ন অংশীদার / দাতাদের স্থানীয় পর্যায়ে দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে চাহিদা ভিত্তিক আন্দোলনকে/ মোবাইলেজশনকে উৎসাহিত করা এবং এর জন্য প্রয়োজনে বিনিয়োগ করা উচিত। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে একচেটিয়াপনা ও একনায়কতন্ত্র চলে আসতে পারে। বিতর্ক করা, তথ্য প্রকাশের সুযোগ এবং তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার একটি সংস্কৃতি থাকা উচিৎ। স্থানীয় পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সচেতন ও ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় মানুষ এবং অংশীজনের কথা বলার সুযোগ থাকতে হবে।

ঘ. জাতিসংঘ অঙ্গসংস্থা এবং আইএনজিওসমূহের কাছে আমাদের প্রত্যাশা

স্বাধীনতার পর থেকে উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ডে জাতিসংঘ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারাই এদেশে মানবাধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ধারণাকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তুলেছে। স্থানীয় সিএসও / এনজিওসমূহের আজকের বিকশিত অবস্থান অর্জনে জাতিসংঘ সংস্থা এবং আইএনজিওর অনেক অবদান রয়েছে। এই অবদান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তাদের কাছে আমাদের কিছু প্রত্যাশা রয়েছে:

১. আমরা সম্পূরকতা এবং সবার অংশগ্রহণে বিশ্বাস করি। স্থানীয় সিএসও / এনজিওসমূহ মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করবে জাতিসংঘ সংস্থা এবং আইএনজিসমূহ সেই বাস্তবায়ন মনিটরিং করবে এবং নেতৃত্বের বিকাশের জন্য কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করবে।

২. আমরা আশা করি, স্থানীয় সিএসও / এনজিওর সঙ্গে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় অংশীদারিত্বের নীতিমালা (২০০৭), গ্রান্ড বারগেইন (২০১৬) এবং চার্টার ফর চেঞ্জ (২০১৫) প্রতিশ্রুতিসমূহ জাতিসংঘ সংস্থা এবং আইএনজিওসমূহ স্বচ্ছতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করবে এবং অংশীদার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং ও প্রতিযোগিতার নীতি অনুসরণ করবে।

৩. স্বচ্ছতা, মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সংস্কৃতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থার আর্থিক এবং কর্মসূচি প্রতিবেদন স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় অংশীদারদের জন্য উন্মুক্ত করা, যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী মতামত দিতে পারে এবং ক্রমাগতভাবে পরিচালন ব্যয় (Transaction Cost) কমানোর চেষ্টা জারি রাখা যায়।

৪. নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে কখনও কখনও বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ অপরিহার্য, তবে এটি হতে হবে চাহিদাভিত্তিক। বিদেশি বিশেষজ্ঞের চাকরির বিবরণী বা শর্তাবলীতে তাদের বিশেষ কারিগরি জ্ঞান স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে হস্তান্তরের বিষয়টি পদ্ধতি ও সময়সীমাসহ উল্লিখিত থাকা।

এটি একটি খসড়া। আপনার মূল্যবান মতামত এবং মন্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই, যাতে এটি আরো উন্নত ও গ্রহনযোগ্য হয়।